Kupuli: A Multilingual and Multidisciplinary Journal
Published by Government General Degree College, Manbazar-II, Purulia

ISSN : Nil | Volume – 1 | Issue- I, January- June,2023

অবতার তত্ত্বের উৎস সন্ধানে

Mr. Suvodeep Mukherjee
Assistant Professor of Philosophy (WBES)
Government General Degree College Manbazar-II
Susunia, Purulia

নানা ভাষা বর্ণ ও ধর্মের দেশ এই ভারতবর্ষ - দাঁড়িয়ে রয়েছে বিবিধের মাঝে মিলন মহান রূপে। আধ্যাত্মবাদের মাটি যে দেশের কৌলিন্যকে গৌরবান্বিত করে চলেছে যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে । যেখানে ধর্ম-কর্ম সব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। যে দেশ প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে অসংখ্য, অগুনতি বিপ্লবী, মনিষী ও গুণী জনকে। মহিমান্বিত করে চলেছে সারা বিশ্বকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির বৈভবের সাথে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে চলা ভারতবর্ষ কিন্তু আজও তার মহানুভবতায়, আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বে অগ্রণী ও শ্রেষ্ঠ। হিমালয় থেকে বঙ্গোপসাগর, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সুবিশাল এই দেশমাতৃকার এক গৌরবান্বিত এক আধ্যাত্মিকতার ইতিহাস রয়েছে ।

বিশ্বের অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষ আজও ভারতবর্ষকে অবলোকন করেন আধ্যাত্মবাদের দেশ রূপেই। ধর্মের গভীর প্রভাবে যে দেশের মানব ও সমাজ বড় হয়ে ওঠে। তবে এ ধর্ম যেমন একাধারে গভীর ঈশ্বরের বিশ্বাস ও ঈশ্বরানুভূতির প্রতি তীব্র আত্মসমর্পণ, অন্যধারে আবার তা নিছক ঈশ্বরে বিশ্বাস নয় - সেখানে ধর্ম মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে কর্মের

সাথে, - জ্ঞান-কর্মভক্তির এক অপূর্ব মেলবন্ধনে। ভারত বহুত্ববাদের দেশ - শুধু ভাষা বা সংস্কৃতিতে নয়, সে বহুত্ব ধর্ম বিশ্বাসেও। আকার - নিরাকার, ঈশ্বর - আত্মা, ভক্তি - পরাভক্তি, দেহ-মন, মৃত্যু ও অমরত্বের নানান বিশ্বাস, তত্ত্বকথা বয়ে চলেছে আপন খেয়ালে, পাশাপাশি একসাথে। তাই আমাদের দেশ মাতৃকাকে জানতে হলে, প্রবেশ করতে হবে তার হৃদয়ের গভীরে। আজ হয়তো যান্ত্রিক কোলাহল ও ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় নেই অতীতের দিকে ফিরে তাকানোর, কিন্তু যদি আমরা অতীতের কাঁটায় একটু পিছিয়ে ফিরে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো ভারতবর্ষের মাটি, তার হৃদয় ; হিংসায় ক্ষতবিক্ষত নয়, বরং তা প্রেম - ভালোবাসা-করুণা ধর্মে সদা প্রজ্জ্বলিত। এই ধর্ম সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যেমন ঈশ্বরের বিশ্বাস, গভীর ও ব্যাপক দৃষ্টিতে তা প্রসারিত হয় কর্তব্য-কর্ম রূপে। সকল ধর্মসূত্র, ধর্মশাস্ত্র, স্মৃতি ইত্যাদি তে ধর্মের গভীর অর্থই গণ্য পেয়েছে, যার সাথে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার আত্মিক যোগ।

সাধারণ অর্থে ধর্ম হলো বস্তু বা বিষয়ের বৈশিষ্ট্য - যথা দহন আগুনের ধর্ম। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে ধর্ম আসে ধৃ ধাতু থেকে - যা ধৃত হয় বা ধারণ করে তাই ধর্ম। মানবের কর্তব্যকর্ম তথা ধর্মই মানবসমাজকে ধারণ করে। ধর্মের এই ধারণা শক্তি আসলে বিশ্বব্যাপী নিয়ম শৃঙ্খলার ধারণ। গ্রহ - নক্ষত্র জগতের সুশৃঙ্খলা বিধান। এই বিশ্ব বিধান জগতের শুভ অশুভ এর নিয়ামক - সত্য ন্যায় ও মঙ্গলের পথ - ধর্ম বিশ্বাস্য জগত: প্রতিষ্ঠা। ধর্মই সত্য, সত্যই ধর্ম। যা সত্য তাই ধর্ম। যেখানে ধর্ম সেখানেই জয় - সত্যমেব জয়তে ন হিতম্। সত্যের পথই ধর্ম ধর্মের পথ- সত্যধর্ম কখনো সত্য কখনবা তত্ত্ব। তাই ধর্মকে জানতে হলে প্রবেশ করতে হবে তত্ত্বে - জাগতিক সৃষ্টির উর্দ্ধে উঠে সত্যম শিবম্ সুন্দরমে।

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

আধ্যাত্মিকতায় সকল কিছুই ঈশ্বরময় - যেখানে সকল কিছুকেই আত্মিক রূপে অবলোকন করা হয়। যেখানে অবলোকন বা কৌতূহলের বিষয় ঈশ্বর বা তত্ত্ব। এক অনাদি ঈশ্বরই তত্ত্বের প্রকাশ, কখনো আবার তত্ত্বই ঈশ্বরময়। ইতিহাসের দৃষ্টিতে বহু তাত্ত্বিক রয়েছেন যারা মনে করেন শুধু ঈশ্বর বিশ্বাস তত্ত্বকথা নয় বরং তারা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষনা করেন ঈশ্বর আছেন, তাকে দেখতেও পাওয়া যায়। ভগবতের দৃষ্টিতে যে ঈশ্বর অনাদি - অনন্ত - অসীম রূপে ধরাছোঁয়ার বাইরে। ভক্তের ভক্তিতে সেই ঈশ্বরী আবার বন্ধনরূপী ভগবানে মানব দৃষ্টির নাগালে সকল অমঙ্গল এর পরিত্রাণ রূপে আবির্ভূত।

তাত্ত্বিকের মতে তত্ত্ব হলো উপলব্ধির বিষয় যা আসে জ্ঞানভক্তি ও কর্মের মাধ্যমে। জ্ঞান হলো পড়া জ্ঞান, কর্ম হলো নিষ্কাম কর্ম, ভক্তি হল ঈশ্বর এ আত্মসমর্পণ। তাই জ্ঞানীর ব্রহ্ম ,যোগীর পরমাত্মা ও ভক্তের ভগবান একই অত্যয় তত্ত্বের বিভিন্ন দিক। তত্ত্ববিশেষে এরাই আবার অবতার- ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োজনে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন রূপের প্রকাশ মাত্র। যে তত্ত্ব ও অবতারতত্ত্ব শাস্ত্রীয় জ্ঞান ও সাধনা তে লভ্য। সন্দেহাতীত নিত্য সত্য রূপে উপলব্ধ একমাত্র এই তত্ত্বের পথ। এই তত্ত্ব কাল্পনিক নয় বরং তা বাস্তব ও নিত্য সত্য। তত্ত্ব আবার বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে আবির্ভূত হন অবতারের আকারে - অবতার তত্ত্ব রূপে।

শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য এবং সাধকের সাধন বস্তু তত্ত্ব নামে খ্যাত। তত্ত্ব তাই সাধারণ যুক্তির ঊর্ধ্বে। মূল তত্ত্ব স্থানবিশেষে ঈশ্বর আত্মা ব্রহ্মাদি রূপে বর্ণনা প্রাপ্ত। তত্ত্বই একমাত্র সৎ - প্রকৃতপক্ষে তিনিই অনাদি অনন্ত রূপে সর্বোপরিব্যাপ্ত। জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি ব্রহ্ম, কর্মের দৃষ্টিতে তিনি কর্মের বিধাতা ও অলজ্ঘনীয় নিয়ম ঋত, ভক্তির দৃষ্টিতে তিনি ভক্ত ও ভগবান। এই

ভগবান সাধকের সাধন, তিনি আবার ভক্ত, ভক্তের ভগবানও তিনি। এই জগত তার লীলাখেলা ও বিরুদ্ধতার প্রকাশ। যেখানে বিরুদ্ধতা নেই সেখানে সৃষ্টি প্রক্রিয়াও নেই। এই বিরুদ্ধতার জন্যই জগত সচল । এনাক্সিমান্ডার থেকে হেগেল বিবেকানন্দ থেকে মার্কস সকলেই এই বিরুদ্ধতার দর্শনকে স্বীকার করেছেন। সকল বিরোধিতার অবসানই সৃষ্টির অবসান- জগতের মূলে ফিরে যাওয়া - ব্রহ্ম হোক, শক্তি বা প্রকৃতি বা ঈশ্বর হোক রবীন্দ্রনাথ বলেন ক্ষুদ্র আমিত্বের গণ্ডি পেরিয়ে উপলব্ধি তো প্রকৃত মঙ্গল, যেখানে দুর্ভিক্ষ, কষ্ট, মৃত্যু আপাত অমঙ্গলও হয়ে ওঠে মঙ্গলময়। সর্বশক্তিমান ঈশ্বর তো আর অপূর্ণ নন। সৃষ্টি নিজে অপূর্ণ কিন্তু সৃষ্টি স্রষ্টা রূপে যখন তা মূলে তখন তা পরিপূর্ণ।

তিনি সকল কিছু - তিনিই ঊর্ধে, তিনিই অধে, পূর্বে , উত্তর - দক্ষিণে, কোথাও বিষয়ের রূপে কোথাও বা বিষয়বিহীনতায়। তিনি স্থূল, সূক্ষ্ম, হ্রস্ব, দীর্ঘের ঊর্ধ্বে। কখনো অন্তরমুখী, কখনোবা বহির্মুখী। তিনি চিন্তা, নির্দেশ, ব্যবহার, গ্রহণ লক্ষণের অতীত - তিনি শান্ত, শিব, অদ্বৈত আত্মতত্ত্ব রূপে প্রতিষ্ঠিত। তিনি নিত্যের নিত্য, মহতের মহৎ, চেতনের চেতন, সর্বেশ্বর ভুতোপাল কারণ এর কারণ, আধ্যাত্ম আখিতে দর্শন প্রাপ্ত। তিনি অচিন্তনীয় বিশ্বের কারণ, উৎপত্তি ও প্রলয় স্থান। তিনি ঈশ্বরের ঈশ্বর - মহেশ্বর, দেবতার দেবতা - পরদেবতা। তিনি আনন্দ স্বরূপে সর্বত্র বিরাজমান। কখনো তিনি ব্রম্ভ, কখনো তিনি ঈশ্বর, কখনবা ভক্তের ভগবান, কখনো আবার গূঢ়তত্ত্বরূপী তত্ত্বের - তত্ত্বকথা। যে তত্ত্ব কথা উপলব্ধির বিষয় যা মন প্রাণ সমর্পিত ঈশ্বরপ্রেম বা ভজনার উপলব্ধির পথকে প্রশস্ত করে। গীতায় একথা যথার্থই বর্ণিত যে সহস্র মানবের মধ্যে কোন একজন সিদ্ধির চেষ্টা করেন , আর সহস্র মানবের কদাচিৎ

একজন তত্ত্বদ্রষ্টা হন। একই পরম তত্ত্ব জ্ঞানীর কাছে ব্রহ্মরুপি, ভক্তের কাছে ভগবান। সে কারণেই একই অদ্বয় তত্ত্ব জ্ঞানী বা যোগীর কাছে নিরাকারে সাধনা আবার ভক্তের কাছে সাকারের উপাসনা। এক অনন্ত শক্তি কখনো ঈশ্বরে, কখনো চৈতন্যে, কখনবা তত্ত্বে, কখনো আবার অবতারতত্ত্বে। অবতার এর মাধ্যমে তিনি তাঁর অসীম শক্তির অতিসামান্যই ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন মাত্র। ক্ষুদ্র কীট হতে অনু-পরমানু ,এককোষী থেকে বহুকোষী জীব ,পশু থেকে মানুষ সবই তো তারই প্রকাশ।[1]

ভাগবতে তাই বলা হয়েছে সরোবর থেকে হাজারো ক্ষুদ্র জলস্রোতের ন্যায় সত্যরূপ তত্ত্ব তথা ভগবান থেকে অসংখ্য অবতারের আবির্ভাব। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনকল্পে ভগবান স্বয়ং তত্ত্ব থেকে অবতার তত্ত্বে নামেন। এসবই তার অনাদি অনন্ত লীলার অংশ। মহাভারতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে কথিত, রামায়ণে তিনি আবার রামচন্দ্র রূপে বিষ্ণুর অবতার হিসাবে কল্পিত। অনুরুপে নানাবিধ পুরান চন্ডি আদিতে বিষ্ণু অবতারের ন্যায় শিব ও নানা দেবীর অবতার কল্পিত হয়েছে। এক ও অদ্বৈয় তত্ত্ব কখনো মূল তত্তরূপে নিরাকার, কখনবা অবতারতত্ত্ব রূপে সাকার। মানুষের ন্যায় অবতারগণ রক্ত মাংসের শরীর ধারণ করেন ঠিকই, তবে তা বৃহত্তর লীলা, ঐশ্বরিক ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের প্রকাশ রূপে। সনাতনী তত্ত্বের অসংখ্য অবতার যথা পরশুরাম, রাম, বলরাম, নারদ, নারায়ণ, শ্রীকৃষ্ণ, রামকৃষ্ণ, বুদ্ধাদির প্রকাশ ও আবির্ভাব লক্ষণীয়। ধর্ম রক্ষার্থে যুগে যুগে অবতারগণ মানবভূমিতে আবির্ভূত হন। শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য, শ্রী রাম, ভগবান যীশু সবই এক মূল তত্ত্বের ভিন্ন ভিন্ন অবতারের প্রকাশ।

[1] Biswas, D (2012). Abatar Tatwer Kramabukash. Kolkata: Progressive Publishers.

সৃষ্টি লীলা খেলায় তাই এক-অদ্বয় মূল তত্ত্ব ভগবান কখনো চির বিরাজমান নিরাকার, কখনো আবার তিনিই অবতাররূপী সাকার। সুতরাং তত্ত্ব কখনো মূলে, কখনো বা অবতারে। কখনো তিনি একক, কখনোবা বহু নামে, বহু সত্ত্বায় চিরবিরাজিত। তিনিই তত্ত্ব, তিনিই অবতার, তিনি সৃষ্টি, তিনিই ধ্বংস। তিনিই আদি তিনিই অনন্ত। তিনিই ক্ষুদ্র, তিনিই বৃহৎ। তিনিই নামহীন, তিনিই বহুনামি। অবতার তত্ত্বের উৎস রূপে তিনিই আছেন - চিরকালীন এক, শাশ্বত, চিরন্তন, অসীম শক্তিরূপে। তাই মূলতত্ত্ব হোক বা অবতারতত্ত্ব ! আসলে তিনিই আছেন - অনাদিতত্ত্ব রূপে।[2]

আচার্য শংকর এর মতে ব্রহ্মই হল প্রকৃত তত্ত্ব। যে তথ্য সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ। এই ব্রহ্ম বা আত্মাই সৎ অর্থাৎ একমাত্র আছে । মায়ার প্রভাবে আমরা তত্ত্বজ্ঞ জ্ঞানে পৌঁছাতে পারি না। তিনি তত্ত্ব জ্ঞান লাভের জন্য চতুর্বিত পথের উল্লেখ করেছেন যা অনুবন্ধ চতুষ্টয় নামে পরিচিত। প্রথমটি হল নিত্যানিক্ত বস্তু বিবেক অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সৎ ও তত্ত্ব বস্তু বাকি সব অসৎ। দ্বিতীয় টি হল ইহকাল এবং পরকালের ফলভোগে অনাসক্তি। তৃতীয় টি হলো ইন্দ্রিয়ের সংযম তিতিক্ষা, চিত্তের একাগ্রতা ও শ্রদ্ধা। এবং শেষটি হল মোক্ষ লাভের ইচ্ছা বা তথ্যজ্ঞানে বিলীন হওয়া। তাই ব্রহ্ম জ্ঞানী সকল তত্ত্বের সার। এই ব্রহ্মই একমাত্র তত্ত্ব, যা সকল প্রকার দোষ মুক্ত, জড়ের বিপরীত, অনাদি অনন্ত অসীম এবং চির মুক্ত। এই ব্রহ্মই তত্ত্ব রূপে শুদ্ধ চৈতন্য।

[2] Nikhilananda, Swami (1944), "Introduction", The Bhagavad Gita, Advaita Ashrama,

শ্রীচৈতন্যের মতে বেদ উপনিষদের দাঁড়ালব্ধ তথা বর্ণিত ব্রম্ভ বা বিষ্ণুর গীতা ভগবতী বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ। ব্রম্ভ বা বিষ্ণুর একমাত্র তত্ত্ব চিনি সকল কিছুর কারণ লীলাময় ও রহস্যময়। যিনি বহুরূপে অপরূপী। তিনি কর্ম ও জ্ঞান অপেক্ষা প্রেমভক্তির পথে ই তো রূপে আবির্ভূত হন। তত্ত্ব হিসাবে তিনি সাধকের সাধন বস্তু আবার তিনিই ভক্ত ও ভগবান রুপে প্রেমময় তত্ত্ব।

সৃষ্টির লীলার নিমিত্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করে প্রেমের রস ভক্তির সঞ্চার ঘটিয়েছেন তাঁর অসীম তত্ত্বে।

রামকৃষ্ণের মতে তত্ত্ব - আকার ও নিরাকার উভয়ই। ততো মত, তত পথ নানা মত ও পথে তত্ত্ব প্রকাশিত। তত্ত্ব ই কখনো নিরাকার ব্রম্ভ আবার তত্ত্বই কখনো সাকার ঈশ্বর তিনিই আছেন এক ও বহু রূপে। তত্ত্ব - জাগতিক, মুক্তি, সন্ধানী ও চিরমুক্ত ভক্ত ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। আত্ম সংযম অনাসক্তি ও অসীমের প্রতি ভালোবাসায় তত্ত্বের পথে মানবকে উত্তোরিত করে।[3]

আর এই সকল তত্ত্বই অবতারে প্রকাশিত।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুন কে বলেছেন: জ্ঞেয় বস্তু রূপে ভগবান ই একমাত্র তত্ত্ব - যা জানলে মানুষ অমৃতত্ত্ব লাভ করে। তিনি সর্ব বিরাজমান। পরক্ষনেই তিনি বলেছেন, তার মধ্যেই চরাচর বিশ্ব ও সকল কিছুর অবস্থান। এই বিশ্বচরাচরে একমাত্র তিনিই আছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই সকলের মূল। সূক্ষ ভূত থেকে অণু পরমাণু সকল কিছু তেই কেবল তিনিই আছেন।

[3] Dasgupta, R.K (1986). Sri Sri Ramakrishna Kathamrita as a religious classic। Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture।

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

তিনিই সকল বেদের বেদ, সকল আত্মার পরমাত্মা, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। তিনিই সূর্যের তেজ ও চাঁদের আলো, তিনিই জলের রস, অগ্নির তেজ, ক্ষিতির গন্ধ, আদির আদি, সনাতন। তিনি সগুন ও নির্গুণ উভয়ই। সগুনের প্রকাশ, আবার রূপহীন ও তিনি। তিনি তত্ত্ব - গুঢ়তত্ত্ব।[4]

তিনিই আবার তত্ত্ব থেকে অবতারে আবির্ভূত হন। তিনি অর্জুন কে বলেছেন - যখন ধর্মের গ্লানি হয় - যখন অধর্মের গ্লানি হয়, এখন ধর্মের রক্ষায় তত্ত্ব থেকে ভগবান অবতারে প্রকাশিত হয় - পরিত্রানায় সাধুনাং বিনাশচায় চ দুষ্কৃতাম, ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।এক অদ্বয় তত্ত্ব - এক থেকে বহু হন, তত্ত্ব থেকে অবতারে। মনুষ্যরূপে অবস্থান করে, তিনি মনুষ্যের উর্দ্ধে। তিনি সত্য দ্রষ্ট্রা।

গীতা, ভাগবত, বিষ্ণু, পুরানাদিতে অবতারের ধারণা বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে। এক অর্থই ঈশ্বর যেমন নানা দেব রূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিপ্রাপ্ত তেমনি এক প্রত্যয়ে ঈশ্বর তথ্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জগতের প্রয়োজনে নানা অবতারে প্রকাশিত। তাই ঈশ্বর হোক বা অবতার ! সবই মূলেরই প্রকাশ ঈশ্বর - তত্ত্ব - অবতারতত্ত্ব।

গ্রন্থপঞ্জী (নির্বাচিত)

আচার্য শ্যামাপ্রসাদ : গীতা

ওঙ্কারনাথ : ভাগবত

[4] Nikhilananda, Swami (1944), "Introduction", The Bhagavad Gita, Advaita Ashrama,

ISSN : Nil Volume – 1 Issue- I, January- June,2023

ওঙ্কারনাথ: বিষ্ণুপুরাণ

কবিরাজ গোপীনাথ: শ্রীকৃষ্ণ প্রসঙ্গ

কবিরাজ গোপীনাথ: ভারতীয় সাধনার ধারা

চট্টোপাধ্যায় চিন্ময়ী: ভক্তিরসের বিবর্তন

তর্কভূষণ প্রমথনাথ: বাংলার বৈষ্ণব দর্শন ভক্তিযোগ

দত্ত হীরেন্দ্র নাথ: অবতার

বিদ্যাবিনোদ সুন্দরানন্দ দাস: অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী: গৌরকথা